Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৭ নভেম্বর, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ১৬ নভেম্বর,২০১৫, সোমবার, ২৯ কার্ত্তিক,১৪২২

জলের অভাবে ধান শেষ ভাতাড়ে নিজেকেও শেষ করলেন বিশ্বানথ বাগ

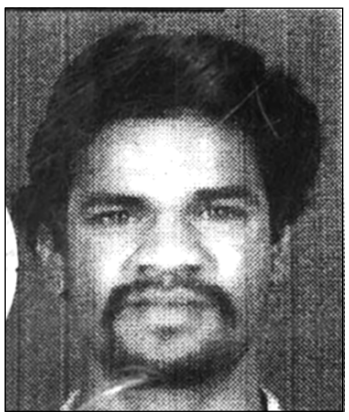

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ নভেম্বর : তিল তিল করে ৫ বিঘা জমির ধানকে বড় করেছে পাঁচ মাস ধরে। খরচও হয়ে গেছে চল্লিশ হাজার টাকা। সামান্য একবার সেচের ব্যবস্থা হলেই ধান ঘরে ওঠে। ফলন্ত ধানকে বাঁচাতে দিনরাত এক করে প্রানপন চেষ্টা করেছে বিশ্বনাথ বাগ। চোখের সামনে ধানকে শুকোতে দেখে নিজেও শেষ হতে কীটনাশক খেয়ে নেন বিশ্বনাথ বাগ(৫০)। ভাতাড় থানার সাহেবগঞ্জ গ্রামের বিশ্বনাথ বাগ সহ জেলাতে তিন জন আত্মহত্যা করলেন শুধুমাত্র ক্যানেলে সেচের জল না পাওয়ায়। আর পরিবর্তনের সরকারের আমলে ১১৩ জন চাষি আত্মহত্যা করেন ঋণের ফাঁদে পড়ে। বেশিটাই ভাগচাষি। যদিও এ ব্যাপারে সরকার একরটাও স্বীকৃতি দেয়নি।

সরকার দায় স্বীকার করতে চায় নি ১৫ নভেম্বর আত্মঘাতী চাষি বিশ্বনাথ বাগের সময়। এই জলন্ত সমস্যাকে চাপা দিতে প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পুলিশ সকলেই এক সুরে গাইছেন।

বিশ্বনাথ বাগের স্ত্রী পুষ্প বাগ ও ছেলে মহাদেব বাগ জানালেন ৫ বিঘা জমি ধান চাষ করেন ভাগে। জমির মালিককে তিন হাজার টাকা বিঘা আগাম দিতে হয়েছে। এর আগে বোরো চাষ করে ২০ হাজার টাকা দেনা হয় মহাজনের কাছে। পুষিয়ে নিতে আমন চাষ কনে তিনি। ভাল ধানও হয়। শেষ আশা ছিল ঐ ধান। চোখের সামনে ধান শেষ হতে দেখে নিজেকে শেষ করে দেন। ছেলে মহাদেব বাগ আরও বলেন, গত ২০ বছর ধরে ভাগ চাষ করে এবং ক্ষেতমজুরি করে সংসারে একটুকুও অনটন ছিল না, গত চার বছরে সবকিছু উলটপুরান।

সরকারের চমর ব্যর্থতায় জলের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডারের ধান নষ্ট হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রাদেশিক কৃষক সভার জেলা সম্পাদক অমল হালদার। তিনি এর দায় ক্ষেতমজুরদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। সরকার যদি এ ব্যাপারে উদাসীন থাকেন তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া হবে রাজ্য জুড়ে।

পরিবারের একমাত্র রোজগেরে আত্মঘাতী হওয়ায় অকুল পাথারে পড়েছেন পুষ্প বাগ। ১০০ দিনের কাজও বন্ধ। সৎকার্য করার কোনো পয়সা নেই। প্রতিবেশিরা পাশে দাঁড়াচ্ছে। ভুক্তভোগী তারাও তাদের ধানও শুকিয়েছে। তাদের অভিযোগ তাদের ধান শুকিয়ে যাওয়া সরকারের 'ম্যানমেড'। দায় সরকারকেই নিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ নভেম্বর : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৪৪ তম বর্ধমান জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ৫-৬ ডিসেম্বর। রাজ্যে এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতি পরিবেশে কালনায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে জোর তৎপরতা শুরু করেছেন শিক্ষকরা। ইতিমধ্যেই অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করে তারা দেওয়াল লিখন পোস্টারিং করার কাজ শুরু করেছেন। প্রচারকে কালনার প্রতিটি কোনে কোনে পৌঁছে দিয়ে সম্মেলনকে একটা আলাদা রূপ দেওয়াটাই তাদের লক্ষ্য। অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক রাধেশ্যাম দাস জানান সম্মেলনের মধ্য দিয়েই শিক্ষকরা নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লাড়ই-এর অঙ্গীকার করবেন।

ভয়কে জয় করে এগিয়ে চলেছে জাঠা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ নভেম্বর : বি. পি. এম ও'র উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে জলছে জাঠা। চার বছর ধরে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া কৃষক, ক্ষেতমজুর পথে নেমেছে। শ্লোগান উঠেছে এই সরকারের বদল চাই। ফসলের দাম নেই, ধান বাঁচানোর জন ক্যানেলে জল নেই। ১০০ দিনের কাজ নেই। কথা বলার অধিকার নেই। দমবন্ধ, নৈরাজ্যের হাত থেকে বিপন্ন জীবন থেকে মুক্তি পেতে সরকার বদল চাই।

রাজ্যজুড়ে জাঠা'র সঙ্গে বর্ধমান জেলাতেও ৬৭৮৪ টি বুথে পদযাত্রার উদ্যোগ নেয় বি.পি.এম.ও। বেঙ্গল প্লাটফর্ম অফ মাস অর্গানাইজেশনের ১১৩টি গণসংগঠনের ডাকে ১৫ দফা দাবির সপক্ষে পদযাত্রা চলছে। ঐ ১৫ দফা দাবি ছাড়াও জেলার জন্য একটি জ্বলন্ত সমস্যা পদযাত্রীরা তুলে ধরছেন। বিজেপি সরকারের নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পে জেলায় শিল্পাঞ্চল, কৃষিতে এবং পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে। প্রকল্পের কাজে ইতিমধ্যেই বরাকর নদীতে বাঁধ দিয়ে সুবর্ণরেখা নদীতে জল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। এর ফলে জেলার কৃষি এলাকাতে সেচের জল পাওয়া যাবে না। শিল্পাঞ্চল স্তব্ধ হবে। সংকটে পড়বে পানীয় জলের প্রবাহ।

কৃষক সভার জেলা সম্পাদক আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল জানালেন জেলার সমস্ত বুথেই পদযাত্রা প্রবেশ করবে। ভৌগলিক কারণে কিছু বুথ বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা। আলু বেল্টে চাষাবাদ শুরু হয়ে যাবে বলে আগেই ৬টি পঞ্চায়েত সমিতির জাঠা চার নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর শেষ হয়েছে। ১৪ নভেম্বর জেলার ১১টি পঞ্চায়েত সমিতির পদযাত্রা সম্পন্ন হয়েছে। ১৫ নভেম্বর ২৯টি পঞ্চায়েত সমিতি জাঠা চলছে। সর্বত্রই মানুষ ভয়কে জয় করে জাঠাতে অংশ নিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন শিল্পাঞ্চলে জাঠা শুরু হবে ২০ নভেম্বর থেকে। ছট পূজার কারণে পরে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

বর্ধমান শহরেও ওয়ার্ড ভিত্তিক চলছে পদযাত্রা। ১৫ নভেম্বর রথতলা থেকে বিশাল পদযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন গণসংগঠনের নেতৃত্ব অমল হালদার, আইনুল হক, অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার, কালিশঙ্কর পাল সহ বর্ধমান শহর জোনাল নেতৃবৃন্দ। জাঠাকে কেন্দ্র করে শাসক দল ভয় পেয়েছে। এলাকায়, এলাকায় হুমকি দেওয়া হচ্ছে জাঠাতে যোগ না দেওয়ার জন্য। এতদসত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ মিছিলে অংশ নেন। মিছিল দেখে রাস্তার দু'ধারে মহিলা সহএলাকার মানুষের শারীরিক ভাষাই বলে দিচ্ছে তারা খুশি। ৭০ ছুই-ছুই এক বয়স্কা মহিলা বলেই ফেললেন, এবার একটা কিছু হবে।

বি পি এম ও-র নেতৃত্ব আইনুল হক সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন বর্ধমান শহরের মানুষ আবার পুরানো বর্ধমানকে পেতে চাইছে। বর্ধমান শহর জোর করে দখল করে শাসকদল সমাজবিরোধী, প্রমোটারদের হাতে শহরকে ছেড়ে দিয়েছে। ব্যবসা, বাণিজ্য বিপন্ন। বিপন্ন শহর। গর্বের বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষাতে নৈরাজ্য চলছে। দমবন্ধ করা তোলাবাজদের হাত থেকে মুক্তি পেতে মানুষ আজ রাস্তায়।

বর্ধমান শহরে জাঠা ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে ২৯ নভেম্বর। শাসকদলের কাছে মাথা নত না করে, ভয়কে জয় করে ওয়ার্ড ভিত্তিক জাঠা এগিয়ে চলেছে।

প্রশাসনকে সঙ্গী বানিয়ে ভোট লুঠের ঘটনা অনেক ঘটিয়েছো বাছাধনেরা। আর নয়। এবার নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার পালা। এই বার্তা দিয়ে কালনায় তিনটি বর্ণাঢ্য জাঠার পদযাত্রীরা হাঁটলো মহম্মদ আলি, ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী, করুণা ভট্টাচার্য, সনাতন টুডু সহ এলাকার গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষজন।

১৫ নভেম্বর মেমারি শহরের ১৬টা ওয়ার্ডের ২১টি গ্রামে পদযাত্রার কর্মসূচি সংগঠিত হয়। মেমারি-২নং ওয়ার্ড পারিজাত নগর থেকে পদযাত্রার উদ্বোধন করে জেলা নেতা সনৎ ব্যানার্জী বলেন, কেন্দ্র রাজ্যের ভুলনীতির ফলে গরিব মানুষ ভয়ঙ্কর অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়েছে। ক্ষেতমজুরদের কাজ নেই। তৃণমূলের রাজত্বে খুন, ধর্ষণ, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলেছে। রাজ্যে গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছে। সেচের জলের অভাবে কৃষক আত্মহত্যার নজির হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার প্রতিবাদ করার সময় এসেছে। জাঠার নামকরণ হয় বিনয় কোঙার স্মরণে। পদযাত্রা উদয়পল্লী বাঁধ, খাঁড়ো, সুলতানপুর, মাঠপাড়া ৫নং ওয়ার্ড, কৃষ্ণ বাজার সমেশপুর, ইছাপুর, ইছাপুর কুমোর পাড়া, দিঘীর পাড় ইত্যাদি মোট ২১টা গ্রাম পরিক্রমা করে মালগুদামে এসে শেষ হয়। প্রায় পাঁচ শতাধিক আদিবাসী, খেতমজুর, শ্রমজীবী, অসংগঠিত শ্রমিক ১৫ দফা দাবিকে সাম্ন রেখে এই পদযাত্রায় পা মেলালেন। জাঠায় নেতৃত্ব দেন নেত্রী মহারানী কোঙার, অভিজিৎ কোঙার, চিন্তা কোঙার, পীযূষ বিশ্বাস, প্রশান্ত কুমার, মহানন্দ ঘোষ, অশোক ঘোষ, সন্দিপ মান্না।

কালনায় ক্ষেতমজুরদের আলু বসানোর কাজে যন্ত্রের থাবা

আলেক শেখ, কালনা, ১১ নভেম্বর : ১০০ দিনের মাটিকাটা, ধান কাটার পর এবার ক্ষেতমজুরদের আলু বসানোর কাজেও যন্ত্রের থাবা পড়লো। ফলে ক্ষেতমজুরদের কাজের ক্ষেত্র আরও সংকুচিত হলো। তাই ক্ষেতমজুররা বিপাক থেকে আরও বিপাকে পড়লেন।

কালনা মহকুমার পাঁচটি ব্লকে চৌদ্দ হাজার দু'শো হেক্টর জমিতে প্রতিবছর আলু চাষ হয়। আলু বসানোকে কেন্দ্র করে এইসময় কয়েক হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়। সাধারণত এলাকার ক্ষেতমজুররা তো বটেই, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া থেকেও বহু শ্রমজীবী মানুষ এসে কাজ করেন। কিন্তু এবার আলু বসানোর কাজ শুরু হতেই ভিন্ন ছবি চোখে ধরা পড়ছে। ক্ষেতমজুরের পরিবর্তে জমিতে আলুর বীজ পোঁতার কাজ যন্ত্র দিয়ে করানো হচ্ছে।

ক্ষেতমজুরের পরিবর্তে আলু বসানোর কাজ যন্ত্র দিয়ে করালে কৃষকদের কী লাভ? এই প্রশ্নের উত্তরে কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত রাজখাড়া গ্রামের কৃষক নাজির শেখ জানান, তুলনায় যন্ত্রের ব্যয় অনেকটাই কম। আলুর বীজ বসানো, জমিতে জলের ছিটেন দেওয়া, আলু গাছের গোড়ায় মাটি ধরাতে এক বিঘে জমিতে ১৩টি ক্ষেতমজুর লাগে। ১৭০টাকা করে মজুরী ধরলে ১৩টি ক্ষেতমজুরের মজুরী হয় দু'হাজার দু'শো টাকা। তার উপরে বিড়ি জল খাবার আছে। সেই কাজ যন্ত্র দিয়ে করলে খরচ হচ্ছে মাত্র আটশো সত্তর টাকা। তাই আলু কৃষকরা আলু পাতার কাজে যন্ত্রের দিকেই ঝুঁকছেন।

কৃষকদের চাষে যেভাবে খরচ বেড়েছে, তাতে চাষে লাভ তো হচ্ছেই না, উপরন্তু লোকসান বাড়ছে। আলু ধান পাটের দাম নেই। সরকার ঘোষিত সহায়ক মূল্যও ফসল বিক্রি করে পাচ্ছে না। কৃষকরা লোকসানের চাপ নিতে না পেরে আত্মহত্যা করছে। ভাতঘর বলে খ্যাত বর্ধমান জেলাতেই বিগত কয়েকটি বছরে ১১২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।

চাষে যন্ত্রের ব্যবহারে কৃষকদের লোকসানের মাত্রা কিছুটা কমতে পারে। কিন্তু সরকার যেভাবে ঔদাসীন্যে ডুবে আছে, তাতে লোকসানের হাত থেকে কৃষকরা পুরোপুরি রেহাই পাবেন না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন শ্রমজীবী মানুষ। যাদের পুঁজি গতর ছাড়া আর কিছুই নেই। লাভবান হবেন পুঁজিপতিরা। যারা কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগ করে যন্ত্র ক্রয় করে মাঠে মাঠে কাজ কেড়ে নিচ্ছে। গরিব খেটে-খাওয়া

মানুষের মুখের গ্রাস কেরে নেওয়া হচ্ছে। সেই ব্যবস্থাই শুরু হয়ে গেছে কালনার মাঠে-মাঠে। জেলার অন্যান্য প্রান্তে কৃষিতে একই সমস্যা বাসা বাঁধছে।

নতুন চিঠি

১৬ নভেম্বর, ২০১৫

মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে

শিউড়ে উঠেছিল সারা বিশ্ব। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে তখন চলছে একটি স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচ। একটি প্রেক্ষাগৃহে কনসার্ট এবং কয়েকটি রেস্তোরাঁয় নাগরিকরা পানভোজনে মত্ত। ঠিক সেই সময়ই ঝলসে উঠলো কালাশনিকভের অগ্নিউদ্গার। সাতটি জায়গায় উগ্রপন্থীদের এই নারকীয় আক্রমণে প্রাণ হারালেন প্রায় ১৩০ জন। আহত হলেন নিরাপরাধ কয়েকশত মানুষ। সারা বিশ্ব নিন্দামুখর এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে। আজ বিশ্বের সামনে মৌলবাদী সন্ত্রাস একটি জ্বলন্ত সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। সমস্ত ধরনের মৌলবাদই নিন্দার্হ। বিশ্বের কিছু রাষ্ট্র যেমন আমেরিকা একসময় আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের এবং তৎকালীন রাষ্ট্রনায়কদের খতম করার জন্য মদৎ দিচ্ছিল একদল সন্ত্রাসবাদীকে। বিশ্বের নানা প্রত্যন্ত থেকে যুবকরা সমবেত হচ্ছিল অর্থ এবং পরমার্থের লোভে আফগান সীমান্ত পাকিস্তানে। হাজার হাজার কোটি ডলার এবং অজস্র অস্ত্র এই উগ্র যুবকদের হাতে এল। তৎকালীন আফগান প্রেসিডেন্টও খুন হলেন এদের হাতে। সর্বশেষ সংযোজন ইসলামিক স্টেট। এরা সারা বিশ্বে ঈশ্বরের রাজত্ব বা হুকুমতে ইলাহি কায়েম করতে চায়। তথাকথিত স্টেটের রূপরেখা আমরা এখন পর্যন্ত যা পড়েছি তাতে শিউড়ে উঠতে হয় এদের দখলীকৃত এলাকায় সমস্ত প্রাচীন সম্পদ, শিল্প এবং সব ইতিমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। বিশ্বের নানা প্রত্যন্ত থেকে যুবকেরা আসছে। এই নতুন ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগের শরিক হতে। জেহাদি গোষ্ঠীগুলি এখন সমবেত হচ্ছে আই এস-এর পতাকাতলে। সিরিয়ায় নির্বিচার বোমাবর্ষণ এর সমাধান হতে পারে না। সন্ত্রাসের উৎসে গিয়ে যে-কোনো মৌলবাদী সন্ত্রাসের কঠোর বিরোধিতা আজ জরুরি।

জাঠার হাঁটার অপরাধে দোকান ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ নভেম্বর : বি পি এম ও-র উদ্যোগে জেলাতে যখন জাঠাতে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে ঠিক তখনই শাসকদলের আক্রমণ বাড়ছে। গত ১৫ নভেম্বর রতথলার বাসিন্দারা পদযাত্রায় অংশ নেওয়ার অপরাধে দোকান ভাঙচুর সহ শারীরিক আক্রমণ করে স্থানীয় শাসক দলের কর্মীরা। বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ রথতলার বাসিন্দা রাজু রুদ্র জানান, আজ সকাল আটটা নাগাদ দোকান খুললেই ১৫-২০ জনের দুষ্কৃতী জাঠাতে যোগ দেওয়ার জন্য খুন করার হুমকি, মারধোর করে। রেহাই পায়নি বাড়িতে থাকা বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং মেয়ে। রাজু এখন বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লাঠি, লোহার রড, ধারালো অস্ত্র নিয়ে ১৫-২০ জনের তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতী বুঝে ওঠার আগে মারধোর করে।

সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল সম্পাদক তাপস সরকার জানান ওরা ভয় পাচ্ছে মানুষকে। অভিযুক্তরা সকলেই টি এম সি-র কর্মী। পুলিশকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

বর্ধমান সদরের সি পি আই(এম) জোনাল নেতা অশোক ঘোষ সহ দু'জন নেতৃত্ব শাসক দলের দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রান্ত হন। সদরের জগদাবাদ গ্রামে জাঠা চলাকালীন লাঠি, রড নিয়ে আক্রমণ করা হয়। গুরুতর আহত হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে আক্রান্তরা চিকিৎসাধীন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কার কাছ থেকে কবে কিনে নেয়?
২. ১৮৮৬ সালের 'মে দিবস' আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কার কার কবে ফাঁসি হয়েছিল?
৩. মে দেবস আন্দোলনের ফাঁসির আসামী কে কবে জেলখানায় আত্মহত্যা করেন?
৪. কবে কে প্রথম বিশ্বে হেলিকপ্টার তৈরি করেন?
৫. দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের কাজ কবে শুরু হয়েছিল?
৬. 'ইনসুলিন' কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম? কত সালে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পান?
৭. বিবিসির রেডিও পরিষেবা কবে শুরু হয়?
৮. ভারতীয় রেল পরিষেবায় কবে থেকে 'শতাব্দী এক্সপ্রেস' চালু হয়? কার স্মরণে?
৯. চাঁদের মাটিতে ভারতের পতাকা কবে তোলা হয়? কোন চন্দ্র যান এই কাজ করেছিল?
১০. কমিউনিস্ট তথা শ্রমিক নেতা সুকুমার ব্যানার্জিকে কবে লরি চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল? তাঁর জন্ম কবে?
১১. মহাত্মা গান্ধির হত্যাকারীদ্বয় কে কে? কবে তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল?
১২. শিক্ষক বিমল দাশগুপ্ত কবে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন? কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য

দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী

কৈলাসের শিবপুরী। ভোলানাথ গাঁজায় দম দিয়ে ধ্যানমগ্ন। এদিকে পার্বতী ঘরে ঢুকে স্বামীর এই অবস্থা দেখে কথাটা বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। তিনি অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালেন। ঠিক সেই সময় ধুর্জটির ধ্যান ভঙ্গ হলো। তিনি উমাকে দেখতে পেলেন।

—কী ব্যাপার? এসে চলে যাচ্ছ বড়?

—সব সময় নেশায় বুদ হয়ে থাকলে দরকারি কথা বলি কোন সময়। কপাল খারাপ তাই পাষাণ বাপ তোমার মতো গাঁজাখোর ভোলানাথের হাতে আমাকে সঁপে দিয়েছেন।

শিব বললেন, আজেবাজে কথা না বলে আসল কথা বলে ফেল।

—একবার নারদকে স্মরণ করলে হোত না। বছরান্তে একবার তো বাপের বাড়ি যাই। ছেলে মেয়ে গুলো সঙ্গ ছাড়তে চায় না। মানে ৩/৪ দিন তুমি চালিয়ে নিতে পারবে না? তোমার দুই চ্যালা নন্দী ভৃঙ্গি তো রইল।

মহাদেব বললেন, দিব্যদৃষ্টিতে দেখছি তোমার পিত্রালয়ের পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক। প্রথমত গণুবাবাজির আশীর্বাদে ব্যবসায়ীরা দেদার মুনাফা লুটছে। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুয়েছে। তুমি যেয়ে খাবে কী—কাঁচকলা? মন্ডা, মিঠাই এর গায়ে হাত দিলে ছ্যাকা লাগে। পথঘাট, বাড়ি কোনটাই নিরাপদ নয়। পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতা এখন দ্বিতীয় রেপসিটি। শিশু (৭ বছর থেকে বৃদ্ধা ৭০ বছর) ধর্ষিতা হচ্ছেন। কোনো বাছ বিচার নেই দুর্গা।

—এটা তোমার অত্যুক্তি। ছোটখাটো ঘটনা সব ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বলা। আমার বাপের বাড়ি যাওয়া আটকানোর কৌশল। আমি কি বুঝি না মনে ভেবেছ? সব দেবতা স্ত্রৈণ বলবে যে।

শিব নারদকে স্মরণ করলেন। নারদের ঢেঁকি যান শিবপুরির প্রধান ফটকে দাঁড়াল।

—নারদ মুহূর্ত মধ্যে মামার ঘরে ঢুকে পড়ে দুজনকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, এত শীঘ্র তলব কেন?

—তোমার সেকেলে পুরানো যান মনে হচ্ছে দুরন্ত এক্সপ্রেসের গতি পেয়েছে? স্মরণমাত্র এসে গেলে। যাহোক শোন, তোমাকে একবার মর্তে, গিয়ে বাঙলার পরিস্থিতি জেনে এসে রিপোর্ট করতে হবে। তোমার মামি বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য অস্থির হয়েছেন। আমার দিব্যদৃষ্টির বিবরণে তাঁর বিশ্বাস নেই। যাও, মামির সঙ্গে দেখা করে মর্তে চলে যাও।

নারদ দুর্গার ঘরে ঢুকে দেখলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে মা দুর্গা বিষণ্ণ মনে বসে আছেন।

—বাবা নারদ, মামাকে তো জানো, এতটুকু খারাপ পরিস্থিতির কথা শুনলে যাওয়া বন্ধ, অথচ একবার বাপের বাড়ি না যেয়ে থাকি কীভাবে? তুমি একটু চেপে চুপে বলো।

নারদ দুর্গাকে প্রণাম করে ঢেঁকিতে চড়ে মর্তাভিমুখে যাত্রা করলেন। ঢেঁকি যান ব্যোমযানের মত প্রশস্ত মাঠে নামলো।

সেখানে একজন ধ্বস্ত কৃষক হতাশ ভাবে বসেছিলেন।

দেবর্ষি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কাহিল লাগছে কেন?

—সাধুজি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাচ্ছি। বেচতে গেলে ন্যায্য দাম পাচ্ছি না। এই বেলা খাই অন্য বেলা হাওয়া খাই।

নারদ তারিফ করলেন, 'একাহারি সাত্ত্বিক লোক।'

ওখান থেকে যান নামলো এক পার্কে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। গরম গরম কথা বলছে এক যন্ত্রের সামনে। কারখানা বন্ধ হয়েছে শ্রমিকরা বেকার হয়েছে তারই প্রতিবাদে সভা।

দেবর্ষি বললেন, 'এবার পড়াশুনার বিষয়ে রিপোর্ট দেব। উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে চলো।' ঢেঁকি তাঁকে সোজা রায়গঞ্জ কলেজে নিয়ে এলো। ছাত্ররা একটা ঘরে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে অশ্রাব্য গালাগালি করেছে। আর এক স্কুল চত্বরে ঢেঁকি নামলো। এখানে নারদ শুনলেন পরীক্ষায় টুকতে দিতে হবে দাবি করছে ছাত্ররা। পরীক্ষায় কড়া পাহাড়া দেওয়ার জন্য ছাত্ররা অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাকে মেরেছে। শিক্ষায়তনে এই নৈরাজ্যের প্রতিবেদনে দেবর্ষির মনে হলো সরস্বতীর কমলবনে মত্ত হস্তির দাপাদাপি চলছে।

এমন সময় এক ছাত্র তাঁকে দেখে বললেন, 'আপনি কে?'

—উত্তরে দেবর্ষি বললেন, 'আমি একজন রিপোর্টার।'

—কোন কাগজের?

—আমি Free Lancer

—ওরে আমাদের গোপন সংবাদ নিতে এসেছে লাঠি নিয়ে আয়, একটু গায়ে বুলিয়ে দিনই। তারা দেবর্ষিকে বেদম মার দিলে। সাংবাদিক নিগৃহীত হয় পশ্চিমবঙ্গে, হাতে নাতে প্রমাণ পেলেন।

দেবর্ষি বুঝলেন ব্যক্তি নিরাপত্তা বিপন্ন। কিছুক্ষণ মাটিতে পড়ে থেকে অনেক কষ্টে উঠে বসে শুনতে পেলেন কান্নাজড়িত গোঙানি। রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে গোঙানির শব্দ শুনে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন বেশবাস বিশস্ত্র একতরুণী শায়িতা।

—দেবর্ষি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা তুমি কাঁদছ কেন? তোমারে কী হয়েছে?'

—আমার নারীত্ব লুঠ করেছে ২/৩ শয়তান। আমি ওদের চিনেছি।

—চল যাই থানায়। পুলিশকে ঘটনা বলি।

তরুণী বলে, 'কোনো লাভ নেই। পুলিশ ঘাসফুলের দলে। আমাকেই হয়তো একা রাস্তায় হেঁটে কলেজ যাওয়ার জন্য জেলে পুরে দেবে।'

—তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো শুনেছি rough and tough মহিলা। তিনি এই সামাজিক পাপ সাফ করার ব্যবস্থা করেন না কেন? কোথায় থাকেন তিনি? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তরুণী বললেন, 'নবান্নর চোদ্দতলায় দেখা পেতে পারেন, তবে পিঠ সামলে যাবেন, এসব ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় কম। ৩৪ বছর কেটেছে বিনা উন্নয়নে। ইনি এক মাসে তা সম্পন্ন করেছেন। Brain থাকতে হবে তো। Rape State হয়ে গেল রাজ্যটা।

ঢেঁকি স্মরণ করতেই সে এসে দেবর্ষিকে পিঠে চাপিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে লাল দিঘীর পাড়ে নামল।

নারদ বললেন, মুখ্যমন্ত্রী এখানে বসেন না।

ঢেঁকি বলে, 'ভাদ্র মাসে নবান্ন কি? অগ্রহায়ণ মাসের ব্যাপার। অনাসৃষ্টি কাণ্ড।'

গঙ্গার ধারে চৌদ্দ তলা বাড়ি। সেই বাড়ির ছাদে নাম। দেবর্ষি অদৃশ্য হয়ে ঘরে ঢুকলেন। পরক্ষণেই মুখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে এক চেয়ারে বসলেন।

মমতা এই ভেল্কিবাজি দেখে চমকে গেলেন এবং নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয় আপনার পরিচয়?

—আমি সৌখিন সাংবাদিক। মর্ত্যের সব খবর নিতে এসেছি। আপনি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, আপনার রাজ্যে নারী নির্যাতন কেন? পুলিশমন্ত্রীও আপনি, অথচ চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। আপনার মন্ত্রী বলছেন মেয়েরা আঁটোসাটো ও ছোটখাটো পোশাকের জন্য ধর্ষিতা হচ্ছেন। এমন বলিহারি যাঁর বুদ্ধি তিনি প্রশাসন চালাবেন কী করে?

—ওরে কে আছিস? এঁকে ঘর থেকে বের করে দে।

—আমি দেবর্ষি নারদ। আত্মপরিচয় দিয়ে নারদ নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে শিবপুরীতে এলেন।

দুর্গাকে রিপোর্ট দিলেন—'পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল। গণেশ ভায়ের নাদা ভুড়ি চাকু মেরে আতঙ্কবাদীরা ফাসিয়ে দেবে। একবার তো মাথা ampute করা হয়েছে। পেট ampute কীভাবে করবেন ধন্বন্তরি? লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যাওয়া চলবে না। অসুরের ভয়ানক দাপাদাপি। সরস্বতীর বাহন হংসের মাংস মাতালদের প্রিয় চাট। বাহনও লোপাট হয়ে যাবে মা আপনার। দশ বাহু রণ এখন অচল। বন্দুক-পিস্তলের মোকাবিলা করতে পারবেননা। দেব সেনাপতি কার্তিকের বাহন ময়ূর বন্দুকের আওয়াজ শুনে আরোহীকে ছেড়ে সুদুর কোনো জঙ্গলে পালিয়ে যাবে। ঘাসফুলের বাইক বাহিনীর পিটুনি খেয়ে বাবুগিরি ছুটে যাবে। তাই এবার পতিগৃহে থাকুন, পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করুন।'

—নারদ তোমার কথা শেষ হয়েছে? আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ। সকল দেবতার দেওয়া অস্ত্রের মিলিত শক্তি অসুর বধ করে। পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি দল একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। কৃষক-মজুর ও মধ্যবিত্তের মিলিত শক্তিই স্বৈরাচারের হাত থেকে রক্ষা করবে। দুর্গতিনাশিনী হতে আমি একাই যাব।

দেবর্ষি বীণা বাজাতে বাজাতে বিষ্ণুলোকে চলে গেলেন।

দীপাবলি উৎসবে জেলা জুড়ে মার্কসীয় বুক স্টল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ সেপ্টেম্বর : শাসকদলের সন্ত্রাস, হুমকি ও ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে শারদ্যোৎসবের মতো দীপাবলি উৎসবেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উৎসাহের সঙ্গে প্রগতিশীল ও মার্কসীয় সাহিত্যের বুক স্টলগুলির উদ্বোধন হয়। বর্ধমান শহরে বি সি রোড, বিচিত্রা সিনেমার সামনে সি পি আই(এম) ৩নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে বুক স্টলের উদ্বোধন করেন তড়িৎ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন আইনুল হক, তাপস সরকার, তরুণ রায় প্রমুখ। ৪নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে বড়নীলপুর বাজারে বুকস্টলের উদ্বোধন করেন তাপস সরকার। উপস্থিত ছিলেন কালিশঙ্কর পাল, অপূর্ব চ্যাটার্জী, উৎপল চক্রবর্তী প্রমুখ। সি পি আই(এম) দুর্গাপুর-২ (পূর্ব) জোনাল কমিটির উদ্যোগে সিটি সেন্টারে সিটি অ্যাথেলেটিক ক্লাবের প্রাঙ্গনে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির বুক স্টল এবং ফরিদপুরে বিবেকানন্দ সংঘের প্রাঙ্গণে বুক স্টলের উদ্বোধন করেন বিপ্রেন্দুচক্রবর্তী। সিপি আই(এম) দুর্গাপুর-২ (পশ্চিম) জোনাল কমিটির উদ্যোগে সুকান্ত পল্লী, শ্যামপুর ও বীরভানুপুরে বুক স্টলের উদ্বোধন করেন পঙ্কজ রায় সরকার। আউশগ্রাম বাসস্ট্যাণ্ডেও বুকস্টল হয়। উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল, বাসুদেব বারিক, গোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখ। সি পি আই(এম) মেমারি -১ উত্তর লোকাল কমিটির উদ্যোগে দেবীপুর স্টেশনের কাছে বুক স্টলের উদ্বোধন করেন সনৎ ব্যানার্জী। মার্কসীয় সাহিত্য ছাড়াও শিশু সাহিত্য বিজ্ঞান বিষয়ের গ্রন্থও ছিল।

১৯ নভেম্বর বিশ্ব শৌচালয় দিবস

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে প্রতি ঘরে হোক সুন্দর শৌচালয়

তপোময় ঘোষ

যে অর্থেই ধরুন না কেন, ভারত বর্তমানে সত্যিই একটি অস্বচ্ছ দেশ। ভারতের মাঠঘাট জনপদ প্রান্তর অস্বচ্ছ মুক্ত মলত্যাগের কারণে, আর সামাজিক রাজনৈতিক প্রশাসনিক অন্দরমহল অস্বচ্ছ দুর্নীতির কারণে। এই দ্বিবিধ, বিবিধ অস্বচ্ছতা দূর করার আহ্বান জানিয়ে তাই যখন নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ২০১৪-র ২ অক্টোবর 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর ডাক দিলেন, আমরা স্বাগত জানালাম।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মহামন্ত্রী কৌটিল্য রাজকর্মচারীদের নানাবিধ অপকর্ম-অস্বচ্ছতার বিবরণ দিলেও, তারও আগের ভারত যে মলমূত্র ত্যাগের স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল ছিল তার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষে মিলেছে উন্নত শৌচাগার ও পয়ঃপ্রণালীর নমুনা। তপোবনের মুনি-ঋষিদের পবিত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। কিন্তু এইসব সোনালি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও বর্তমান ভারত যথেষ্ট অস্বচ্ছ, নোংরা, ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর। এর পরিবর্তন দরকার।

শৌচাগারের সংস্থান নেই, বিশ্বের এমন ২৬০ কোটি মানুষের মধ্যে ৬৫ কোটি মানুষেরই বসবাস ভারতে। প্রতি বছর পৃথিবীর যে ১৫ লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায় মারা যায়, তার মধ্যে ৪ লক্ষই ভারতের। আমাদের দেশের হাসপাতালগুলির আউটডোরে চিকিৎসার জন্য আসা রুগির ৫০ শতাংশই জল ও জলবাহিত রোগে আক্রান্ত। ৩২.২ শতাংশ শয্যায় ওইসব রোগে আক্রান্ত রুগিরা ভর্তি থাকে। এসবের জন্য জাতীয় ব্যয় বাড়ে বই কমে না। শৌচাগার ব্যবহার না করার কারণে ২০০৬ সালে ভারতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি ডি পি) ৬.৪ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মাথাপিছু এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১১৮০ টাকা। (সূত্র : যোজনা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃষ্ঠা-২০) মুক্ত মলত্যাগের কারণে এদেশের জল-বায়ু-মাটি সবই দারুনভাবে দূষিত। মাঠে-ময়দানে, নদীর তীরে, রেললাইনের ধারে যত্রতত্র পায়খানা করায় জল-মাটি-বাতাস সবই দূষিত হয়ে আছে।

যতই পতিতপাবনী কলুষনাশিনী বলা হোক না কেন গঙ্গা নিজেই দারুনভাবে দূষিত। 'গঙ্গা মিশন' বা 'নমামি গঙ্গে' চালু হওয়ার পরও অবস্থা বদলায় নি। প্রতি ফোঁটা জলে কয়েক লক্ষ কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি এই নদীর দূষণমাত্রা বারে বারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আর এই কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উৎস ওইসব মানুষ এবং পশুর মল। মল এখানে চমৎকারভাবে মিশে যায় জলের সঙ্গে। বিস্তীর্ণ দু'পাড়ের অসংখ্য মানুষের কু-আচার দেখেও গঙ্গা সে তো বইছেই। এই গঙ্গা দূষণমুক্ত বৃহত্তর স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এর অঙ্গ।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আলোচনায় জনস্বাস্থ্য বা পাবলিক হেল্‌থ নামক একটি বিষয় আছে। ভারতে এই জনস্বাস্থ্যের অবস্থাও খুব করুণ। এখানকার ৪৬ শতাংশ মা ও তাদের শিশু অপুষ্ট। তারা মারাত্মক রক্তাল্পতায় ভোগে। শিশুদের যে খাদ্যই খাওয়ানো হোক না কেন, তার সারাংশ শোষণ করে নেয় নানারকম এককোষী জীবাণু, কৃমি ইত্যাদি। কারণ এরা যে পরিবেশে বাস করে সেখানেই বা তার আশেপাশে মলমূত্র ত্যাগ করে আক্রান্ত শিশুর বা ব্যক্তির মলের জীবাণু (সিস্ট) মাটিতে জলে মিশে গিয়ে আবার নতুন শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। এদের পানীয় জলও নিরাপদ নয়। সেই জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হয় শিশুরা।

আর জল অশুদ্ধ করার প্রধান কারণ হল এই মল। মলে থাকে খাদ্যের অপাচ্য অংশ। এমনকি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাটেরও ভাল অংশ। এগুলো আবার শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যালকোহল ও জলে পরিণত হয়। আর এসবই জীবাণু বা অনুজীবদের উত্তম খাদ্য, পুষ্টি দ্রব্য। এসব খেয়ে তারা সংখ্যায় বাড়ে। রোগ ছড়ায়।

মুক্ত মলত্যাগের প্রত্যক্ষ কুফলে আমাদের জনস্বাস্থ্যের এমন দুরবস্থা। আগেই পরিসংখ্যান দিয়ে উল্লেখ করেছি জনস্বাস্থ্য সামলাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয় সরকারি কোষাগার থেকে। জাতীয় উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৯-১০ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামে শহরে ৯৯ শতাংশ মানুষই দু বেলা পেট পুরে খেতে পান। পরিমাণগতভাবে পেট পুরে হলেও গুণগত মানের দিক নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে ভারতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ শতাংশে নেমে এলেও অপুষ্টিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা তেমনভাবে কমেনি। গবেষকরা বলছেন, এর জন্য দায়ী এদেশে খারাপ স্যানিটেশন ব্যবস্থা।

ভারতের ক্ষেত্রে মাঠে ঘাটে ঝোপে ঝাড়ে মলত্যালের আর একটি ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক দিক হল মহিলাদের নিরাপত্তা। আজ আমাদের দেশের মহিলাদের নিরাপত্তা চরম বিপন্ন। এই বিপন্নতার অন্যতম কারণ মাঠে ঘাটে যাওয়া, বা যেতে বাধ্য থাকা। অনিবার্য এই জৈব প্রক্রিয়াটি এতটাই অমোঘ যে, প্রতিদিন অন্তত একবার যেতেই হবে প্রকৃতির ডাকে। লজ্জা আর শালীনতার ভারতীয় ধারা বজায় রাখতে তা আসন্ন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারেই যেতে হয়। দুষ্কৃতীদের সুযোগ ঘটে অপকর্ম ঘটানোর। উত্তরপ্রদেশের বাদাউন থেকে পশ্চিমবঙ্গেও কিশোরীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার বিরাম নেই। হিসাব বলছে ৩০০ মিলিয়ন ভারতীয় মহিলাকে প্রত্যহ এই ঝুঁকি-বিপদ-আশঙ্কা নিয়ে মাঠে-ঘাটে ঝোপে-ঝাড়ে যেতে হয়। মানুষরূপী পশুদের উৎপাতের বাইরে আছে সাপের কামড়, পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণীদের তাড়া।

স্বচ্ছভারত-এর ধারণাটা মোটেই নতুন কিছু নয়। প্রাচীন ভারত তো বটেই, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল থেকেই এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা ছিল। তিরিশ বছর আগে ১৯৮৬ সালে 'নির্মল ভারত' গড়ার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। সে বছর 'সেন্ট্রাল রুরাল স্যানিটেশন প্রোগ্রাম' চালু হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে এসে সেই উদ্যোগের নাম হয় 'টোটাল স্যানিটেশন ক্যাম্পেন' STSCV। সেই একই কর্মসূচি আবার বদলে ২০১২ সালে করা হয় 'নির্মল ভারত অভিযান' (NBA)।

আর গতবার ২০১৪ সালে জিতে মোদিজি ২ অক্টোবর ঘোষণা করলেন 'সচ্ ভারত অভিযান' -এর। এত এত বিবর্তনের পর গত কয় বছরে কী অশ্বডিম্ব প্রসব করল এই প্রকল্প দেখা যেতে পারে। গতবছর পর্যন্ত হিসাবে ছিল ২০১১ সালের জনগণনায় ২১ শতাংশ পরিবারে শৌচাগার ছিল। ২০১১ সালের জনগণনায় তা বেড়ে হয়েছে ৩১ শতাংশ। দুটি গণনার মাঝে বেড়েছিল মাত্র ১০ শতাংশ। এই হারে বাড়লে আরো ৭০ বছর লাগার কথা। কিন্তু গতবছর এই স্বচ্ছ ভারত মিশন হওয়ার পর কতটা হার বেড়েছে সে পরিসংখ্যান শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এখন তো বাড়াতেই হবে, কারণ ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার স্বচ্ছ ভারতের জন্য সেস বসিয়েছে। আগামী ৫ বছরে ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ শৌচাগার স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন ৪৮০০০ শৌচাগার হবে দেশে। হোক।

কিন্তু এত করেও সরকারি স্কিমে নির্মিত শৌচাগারগুলির যা গুণমান বা ডিজাইন তা অধিকাংশ প্রাপকেরই পছন্দ নয়। তাই এইসব সরকারি ব্যয়ে বা ভর্তুকিতে নির্মিত টয়লেটগুলির ২০ শতাংশই কোনোদিন ব্যবহার হয়নি। সেখানে ছাগল-ভেড়া অথবা ঘুটে কাঠ থাকে। গরিব অসচেতন মানুষের এসব কার্যকলাপ তবুও সহ্য করা যেতে পারে, কিন্তু মন্ত্রী আমলাদের শৌচাগার চুরি কীভাবে সহ্য করবেন? এদেশে তাও হয়েছে। (সূত্র : 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টয়লেট', সন্তোষ সেহরোত্রা, 'দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া', ৬ অক্টোবর ২০১৪) এই তো স্বচ্ছ ভারত! আমজনতার বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার তবুও করা যেতে পারে। কিন্তু খাস আদমির কার্য প্রক্রিয়ার ক্লেদ পরিষ্কার করবে কে? মোদি? দেখা যাক। করলে ভালো!

কর্পোরেট-বন্ধু মোদি যে বহুজাতিক কর্পোরেটদের সুবিধা করে দেবেন তা গত বছরই বোঝা গেছিল। ১১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে 'এই সময়' পত্রিকার সংবাদের শিরোনাম ছিল : 'স্বচ্ছ ভারতের অংশীদার ফেসবুক'। সংবাদে প্রকাশ ছিল 'ফেসবুক' এর মালিক মার্ক জুকেরবার্গের সঙ্গে মোদির বৈঠক-সাক্ষাৎ হয়েছে। এই অভিযানে নাকি জুকেরবার্গ যোগ দিয়েছেন ব্যবসায়িক কারণে। ফেসবুক চায় ভারতে আরও ব্যবসা বাড়াতে। মোদিজিও তাতে সায় দিয়েছেন।

গতবছর বেশ তাড়াহুড়ো করেই শুরু হয়েছিল 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'। উপলক্ষ্য ছিল মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন। তার জন্মের দেড়শত বছর হবে আগামী ২০১৯ সালে। সে বছরই নাকি 'নির্মল' থুড়ি 'স্বচ্ছ' হয়ে যাবে মোদির গোটা ভারত। এতদিন ওই লক্ষ্যবর্ষ ছিল ২০২২। এবার কংগ্রেসকে ডিঙানোর জন্য তা তিন বছর এগিয়ে দিলেন মোদি। এ বছর ২০১৫ সালে কিন্তু তেমন উচ্চবাচ্য দেখা গেল না। পর্যালোচনা কোথাও হল বলে চোখে পড়ল না।

অথচ গুটি গুটি পায়ে ১৯ নভেম্বর 'বিশ্ব শৌচাগার দিবস' চলে এল। এ বছর রাষ্ট্রসংঘ তথা 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এই দিবসের ভাবনা 'টয়লেট ও নিউট্রিশন' বা 'শৌচালয় ও পুষ্টি'। উল্লেখ্য, গত ২০১০ সাল থেকে রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে দিনটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছরের মূল ভাবনা ভারতের সমস্যা সমাধানের পক্ষে। কারণ, আগেই উল্লেখ করেছি যে, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, সঠিক পুষ্টির বিষয়টি শুধুমাত্র খাওয়ার ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে সেই খাবারের পুষ্টি উপাদানগুলি শরীরে কীভাবে সদ্ ব্যবহার হচ্ছে তার ওপর।

অনুন্নত বিশ্বের, বিশেষ করে ভারতের শিশুদের এই মারাত্মক অপুষ্টির জন্য দায়ী শুধুমাত্র খাদ্যের অভাব নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যথাযথ স্যানিটেশন ও দূষিত পানীয় জলের কারণে শিশুদের ক্ষুদ্রান্ত্রে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া, নিমাটোড পরজীবীর সংক্রমণ হয়ে থাকে। ফলে শিশুর ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পুষ্টিদ্রব্য শোষণ ব্যাহত হয়। তাই পুষ্টিকর খাবার খাওয়ালেও শিশু অপুষ্ট থেকেই যায়। কারণ হল সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকে এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্যের মূল উপাদানগুলি, যেমন প্রোটিন ও ক্যালোরির।

এই উপাদানগুলি শিশুর শরীরের গঠন ও বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত না হয়ে গরিব দেশের প্রতিরক্ষার সৈন্য পোষার মত অ্যান্টিবডি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে ওই শিশুর শারীরিক ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। জন হপকিন্‌স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষক জীন হামফ্রের মতে, যখন এ ধরনের সমস্যা শিশুর জন্মের প্রথম দু'বছরের মধ্যে হয়, তখন তা শিশুর ওজন ও উচ্চতা এবং মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এবং এই ক্ষতি পরবর্তীতেও পূরণ করা যায় না। আর এজন্যই পুষ্টির সঙ্গে টয়লেটের সরাসরি সম্পর্ক। তাই রাষ্ট্রসংঘের এই যুগোপযোগী ভাবনা।

'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' বা 'সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' যাই হোক না কেন, 'সকলের জন্য শৌচালয়' চাই-ই। বিশ্বের মহিলারা যেমন বলেছে, 'আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছি না।' অবিলম্বে সারা বিশ্ব জুড়ে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচালয় গড়ে তোলা হোক। আমাদের দেশে সরকারি উদ্যোগে যে শৌচালয়গুলি নির্মিত হয়েছে, তা খুব স্বল্প ব্যয়ে হওয়ার জন্য ব্যবহারযোগ্য হয়নি, হচ্ছে না। কারণ এ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় খুবই কম। বাজেটের ১ শতাংশেরও কম। ২০০৮ সালে যা ছিল ৫.৫৭ শতাংশ ২০১৫ সালে তা কমে হয়েছিল ০.৪৫ শতাংশ। (সূত্র : যোজনা জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা - ১২)

গ্রামের মতো শহরেও শৌচালয়ের ঘাটতি আছে। আজকের স্মার্ট সিটির যুগে সেখানেও কম খরচের অনাময় কর্মসূচি (জ্জজ্রঙ্খ() নেওয়া হচ্ছে। এগুলি নিয়েও ভাববার সময় এসেছে। শুধুমাত্র নামে শৌচালয় নির্মাণ নয়, সরকারকে ব্যবহারযোগ্য উন্নত যুগোপযোগী শৌচালয় গড়ে দিতে হবে। আর নাগরিকদেরও কু-অভ্যাস ত্যাগ করে সেই শৌচালয় ব্যবহার করতে হবে। পরস্পর দোষারোপ অনেক হয়েছে, এবার হোক একটু অন্য ভাবনা, অন্য পদক্ষেপ, যা লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

সরকারি উদ্যোগ নেই, গ্রামবাসীদের আতিথেয়তায় মানিখারে পাখির সংখ্যা বেড়ে চলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ নভেম্বর : কালনা-১ ব্লকের কাঁকড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মনিখার গ্রামে পাখি মারলেই হাজার টাকা জরিমানা। এটা সংবিধান বা প্রশাসনের জারি করা আইন নয়। সম্পূর্ণ গ্রামবাসীদের তৈরি করা নিজস্ব আইন। এই আইন বলবৎ করতে প্রশাসন বা পুলিশের প্রয়োজন হয়নি আজও। কেউ আইন ভাঙলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কাজটা করেন গ্রামবাসীরাই। আর এই আইনের কারণেই পরিযায়ী পাখিরা এই এলাকাকে সেফ্ করিডর মনে করে। ফলে বছর বছর পরিযায়ী পাখীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

গ্রামের প্রবীণ মানুষরা জানালেন বছর তিরিশ আগে দু'একটা পাখি এসে বসে গ্রামেরই একটি অশ্বত্থ গাছে। রাত দিন বাচ্ছাগুলি নিয়ে ঐ গাছে ক্যাচড়-ম্যাচড় করতো পাখিগুলি। ওদের আওয়াজে ভোরে মানুষের ঘুম ভাঙতো। কিন্তু শীত ফুরোলেই ওরা চলে যেতো আপন দেশে। ফাঁকা পড়ে থাকতো গাছটা। পাখির আওয়াজ শোনো যেত না। মনটা ভারি হয় উঠতো। এই থেকেই পাখিদের প্রতি ভালোবাসা। প্রেম স্নেহ সব কিছু। শীতের শুরুতে আবার পাখিগুলি ফিরে আসতে শুরু করলে মানুষের মনে গভীর ভালোবাসা জেগে উঠতো।

পাখিগুলির স্থানীয় নাম শামখোল। এদের মাংস সুস্বাদু। তাই চোরা শিকারীদের উৎপাত শুরু হয়। তখনই গ্রামবাসীরা গ্রামে বসে সিদ্ধান্ত নেয় পাখি না মারার কথা বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। পাখি মারলে হাজার টাকা জরিমানা। ফলে এলাকার পাখি মেরে কয়েকজনকে জরিমানাও দিতে হয়েছে। এখন আর কেউ পাখি মারার কথা মনেও আনেনা। এখানে পাখিদের জীবন বিপদমুক্ত। তাই প্রতিবছরই পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বাড়তে থাকে। আজও তা অব্যাহত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির শিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও বর্ধমান জেলার প্রাক্তন পুলিশ সুপার এইচ এস মির্জা মানিখার গ্রামে আসেন। পাখি দেখে মন্ত্রী আপ্লুত হয়ে গ্রামবাসীদের সামনেই ঘোষণা করেন, ''এই পরিযায়ী পাখিদের জন্য কুলিক পাখিরালয়ের মতো কিছু একটা করা হবে''। এছাড়াও স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে একটি পুশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হবে। কিন্তু সে ঘোষণা বছর তিনেক হয়ে গেলেও সরকারি ভাবে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

এলাকায় যুব নেতা চিংকু মুরমু জানান, এই মরশুমে প্রচুর সংখ্যায় পাখি এসেছে। পুরানো গাছগুলো তো বটেই

নতুন নতুন গাছেও তারা বাসা বেঁধেছে। সরকারিভাবে এদের জন্য কিছু করা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে। তা নাহলে গ্রামবাসীরা আর কতদিন এদের দেখবে। তাছাড়া গ্রামবাসীদের সামর্থ্যই বা কতটা? ভেবে দেখার সময় এসেছে সরকারের।

গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ৪৬ তম রাজ্য সম্মেলন

জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ নভেম্বর : একটি জনদরদী সরকারের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়কের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর গ্রন্থাগার আন্দোলন চরম আক্রমণের মুখে। সরকার পোষিত ২২৭৯ টি সাধারণ গ্রন্থাগারের ৫২২০টি অনুমোদিত পদের মধ্যে অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত ২২৮০টি পদ শূন্য। ফলে কর্মীর অভাবে ২৫৮টি গ্রন্থাগারের দরজা তালা বন্ধ। সরকার ৫৮টি পদে নিয়োগের নির্দেশিকা জারি করলেও আজ পর্যন্ত একজনকেও নিয়োগ করা হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে গ্রন্থাগারে প্রতিদিন ১০জন পাঠক আসেন সেখানে কোনো গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন নেই। ফলে ২৫৮ টির পর আরও কিছু গ্রন্থাগার বন্ধ করার পরিকল্পনা। এটা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়ারই প্রচেষ্টা।

বিগত বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের জন সাধারণের মধ্যে প্রথা বর্হিভূত শিক্ষার প্রসার ও তথ্যের অধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে একটি সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন করে। কিন্তু রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর চার বছরে সাধারণ গ্রন্থাগারে কোনো নিয়োগ না হওয়ার কারণে এই ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার মুখে। এইভাবে গ্রন্থাগারগুলিকে রুগ্ন করে দিয়ে রাজ্যের সাধারণের অর্জিত অধিকারের উপর আঘাত করা হচ্ছে। তাই শূন্য পদগুলিতে দ্রুত নিয়োগ করে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন যোজনা বর্হিভূত খাতে, উৎসব আমোদ-আহ্লাদ প্রভৃতিতে ব্যাপক খরচ করলেও বকেয়া ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিতে গিয়ে নানা ছল-চাতুরী চালায়।

গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবি সহ সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করা হয় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ৪৬তম রাজ্য সম্মেলনের প্রতিবেদনে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীর পেশ করা প্রতিবেদনের আলোচনা করেন। সমস্থ প্রতিনিধিই প্রতিবেদনের প্রস্তাবগুলির সমর্থন করেন। রাজ্যে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে সংগঠনের সম্পাদক বলেন, আগামী ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার বিকাশভবনের সামনে গণ অবস্থানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়েই দাবিগুলি আদায়ের কণ্ঠ সরব হবে।

সম্মেলন শনিবার শুরু হয় এম. এম কালবুর্গী নগরের কালনা অরুণ ঘোষ মঞ্চে (পুরশ্রী)। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ড. সুবোধ গোপাল নন্দী। উপস্থিত ছিলেন পীযূষকান্তি পানিগ্রাহী, গৌতম গোস্বামী, ড. নিমাই চাঁদ সাহা, অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার, ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাদল গুহ। তার আগে মিছিল, পতাকা উত্তোলন, শহিদবেদীতে মাল্যদানের অনুষ্ঠান হয়। ২৮০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সব ধরনের মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৫ নভেম্বর : আজ বিকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর ইস্পাত জোনাল কমিটির ডাকে সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে ইস্পাতনগরীর এ-জোন, বি-জোন ও সেইল সমবায় অঞ্চলে তিনটি সুবিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আজকের মিছিল সফল করার আহ্বান জানিয়ে গত ৭ নভেম্বর এ-জোন, বি-জোন ও সেইল সমবায় অঞ্চলে ও ইস্পাতনগরী সংলগ্ন রঘুনাথপুর-ধোবিঘাট অঞ্চলে চারটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদার অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সাথে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা রুখতে, দেশে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক- মৌলবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বজায় রেখে দেশের মানুষের ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে দলমত নির্বিশেষে সমাজের সমস্ত অংশের মানুষকে সামিল করার জন্য আজকের মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। এদিকে বি.পি.এম.ও-র ডাকে ইস্পাতনগরী ও সংলগ্ন গ্রামে আগামী ২১-২২ নভেম্বর ঐতিহাসিক জাঠা মিছিলর প্রস্তুতির মাঝেই আজকের মিছিলের জনজোয়ার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্ধমানে শুরু হল ২৮ তম জেলা গ্রন্থমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের অর্থানুকুল্যে ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের পরিচালনায় শাঁখারী পুকুর হাউসিং উৎসব ময়দানে ২৮ তম বর্ধমান জেলা গ্রন্থমেলা শুরু হল আজ। চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। উদ্যোক্তরা জানিয়েছেন মোট ১৩০টি স্টল থাকছে এই মেলায়। মেলার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলাশাসক ডঃ সৌমিত্র মোহন, সাংসদ মমতাজ সংঘমিতা সহ অন্যান্যরা। কলকাতার নামিদামী প্রকাশকরা এই বইমেলায় যোগ দিয়েছেন। সরকার প্রতিটি লাইব্রেরিতে বেশ কিছু টাকা বরাদ্দ করে মেলা থেকে বই কেনার জন্য।

অভিযান গোষ্ঠীর ৩৮তম বর্ধমান বইমেলা শুরু হবে ২৭ নভেম্বর উৎসব ময়দানে।

জলের অভাবে শুকিয়ে যাওয়া ধানের জমির খড়কে কাঁচামাল করে কেঁচো সার উৎপাদনের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ নভেম্বর : জলের অভাবে শুকিয়ে যাওয়া ধানের খড় ও যন্ত্রে কাটা ধান গাছের বিচালিকে হাতিয়ার করে কেঁচো সার উৎপাদনের উদ্যোগ নিল মন্তেশ্বরের কৃষকরা। মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত এলাকার পাঁচশো কৃষককে কেঁচো সার উৎপাদনে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই সার জমিতে ব্যবহার করলে শুধু ফসলের উৎপাদনব্যয়ই কমবে না, কৃষি জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাবে। কৃষকদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতও।

ধান পাকার সময় সেচের জল অমিল হওয়ায় বর্ধমান জেলার বহু জমি শুকিয়ে ধান নষ্ট হয়ে গেছে। যেখানে আর কাস্তে নামবে না। সেই জমির একটা অংশ মন্তেশ্বর ব্লকেও আছে। এই জমির খড়কে কেঁচো সারের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও বিগত কয়েক বছর যাবৎ ধান কাটার যন্ত্র এসে গেছে বাজারে। যন্ত্রে ধান কাটলে কৃষকদের আর্থিক সুরাহা হয় ঠিকই কিন্তু খড় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে জমিতেই পড়ে থাকে। পরে মজুর দিয়ে জমি পরিস্কার করতে হয়। নতুবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হয়। বিশেষজ্ঞ কৃষকদের মতে জমিতে আগুন দিলে জমির উর্বরতা কিছুটা কমে যায়। এই নষ্ট হয়ে যাওয়া খড় এখন কেঁচো সার উৎপাদনে কাজে লাগছে।

মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির মামুদপুর-১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পূর্বরাইপুর গ্রামের বাপি খড়ুই জানান কেঁচো সারের কাঁচামাল খড় এখন খুবই সহজলভ্য। তাই পরবর্তী চাষের জন্য কেঁচো সার উৎপাদনের উদ্যোগ নিলাম। তাতে পরবর্তী চাষের ব্যয় যেমন বেশ কিছুটা লাঘব হবে, পাশাপাশি জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাবে। শুধু খড় পেলেই তো হবে না। সঙ্গে কেঁচো ও সার প্রকল্পের উপর ছাউনির প্রয়োজন। এই আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করা আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। তাই স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাই। উনি সেই আবেদনে সাড়া দেন। মামুদপুর-১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আজিজুল শেখ জানান কেঁচো সার উৎপাদনের ব্যাপারটা খুবই অভিনব। তাই আমরা বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করি। ব্যাপারটি মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্বাশত দাঁকেও জানাই। জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে এই কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর, জমিদার সাবর্ন রায়চৌধুরী; ২। আগস্ট স্পাইজ অ্যালবার্ট রিচার্ড পার্সনস আডলফ ফিসার এবং জর্জ এঞ্জেল এবং ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর; ৩। লুইস লিঙ্গ ১৮৮৭ সালের ১০ নভেম্বর; ৪। ১৯২৪ সালের ১৩ নভেম্বর, এটিয়েন উইমিচেন; ৫। ১৯৫৬ সালের ১৩ নভেম্বর; ৬। স্যার ফ্রেডরিক গ্রান্ট ব্যান্টিং, ১৮৯১ সালের ১৪ নভেম্বর, ১৯২৩ সালে; ৭। ১৯২২ সালের ১৪ নভেম্বর; ৮। ১৯৮৮ সালের ১৪ নভেম্বর, জওহরলাল নেহেরুর শতবর্ষ স্মরণে; ৯। ২০০৮ সালের ১৪ নভেম্বর, চন্দ্রযান-১; ১০। ১৯৩৮ সালের ১৫ নভেম্বর, জন্ম ২৫-৬-১৯১৩; ১১। নাথুরাম বিনায়ক গডসে ও নারায়ণ দত্তাত্রেয়, ১৯৪৯ সালের ১৫ নভেম্বর; ১২। ১৯৭১ সালের ১৫ নভেম্বর শ্রেণিকক্ষের মধ্যে চেয়ারে বেঁধে পেট্রোল ঢেলে হত্যা করা হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

- আমি জয়দেব পোড়েল, পিতা - প্রয়াত হরিদাস পোড়েল, গ্রাম - দেবীবারপুর (পূর্বপাড়া), পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম KRISHANU POREL যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত KRISHANU POREL নথিভুক্ত হয়েছে। KRISHANU POREL এবং KRISHANU POREL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি মধুসূদন মালিক, পিতা - কাশীনাথ মালিক, গ্রাম - নতুনগ্রাম, পোঃ - বেড়ুগ্রাম, থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রে প্রকৃত নাম RANGAN MALIK, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত RANJAN MALIK নথিভুক্ত হয়েছে। RANGAN MALIK এবং RANJAN MALIK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

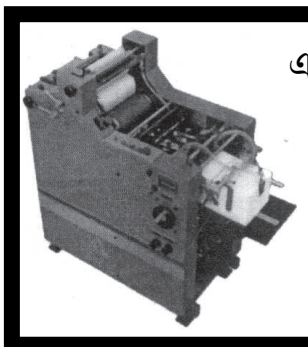

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

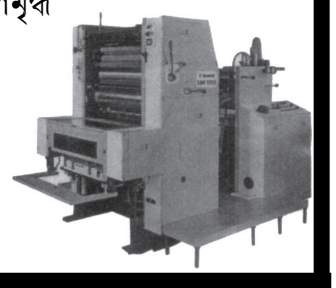

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা